রানি ভবানী

দেবাশিস নন্দী

বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার এক সমৃদ্ধশালী গ্রাম ছিল ছাতিম। নবাবি আমলে ওই গ্রামের চৌধুরী বংশের বিশেষ খ্যাতি ছিল। গ্রামের জমিদার ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ আত্মারাম চৌধুরী ও জয়দুর্গার কন্যা ছিলেন ভবানী। জন্ম তাঁর ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে। রানি ভবানীর নাম যতখানি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তাঁর কাহিনি আমাদের কাছে তত পরিচিত নয়। দক্ষ প্রশাসন, বহু জনহিতকর কাজ এবং দেবমন্দির নির্মাণ করে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহারাজা রামজীবন। পুত্র কালিকাপ্রসাদের অকালমৃত্যু হলে তিনি রাজশাহীর রসিক খাঁ ভাদুরীর পুত্র রামকান্তকে দত্তক নিয়ে তাঁকে পরবর্তী রাজা হিসাবে মনোনীত করেন। রামকান্তের সঙ্গে ভবানীর বিবাহ হয়। রামজীবন নিজের দক্ষতা ও সুশাসনে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর প্রিয় হয়েছিলেন। তাঁকে সবরকম সহায়তা করতেন বিশ্বস্ত কর্মচারী দয়ারাম রায়, যাঁর উদ্যোগেই ভবানীর বিবাহ হয়েছিল। এই বিবাহের অল্পদিনের মধ্যে ১৭৩৪ সালে রামজীবনের মৃত্যু ঘটলে নাটোরের শাসনভার নেন রামকান্ত। তিনি বুদ্ধিমতী সহধর্মিণী ভবানীর সান্নিধ্যে স্বধর্মনিষ্ঠা ও রাজ্যশাসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অন্যদিকে রামজীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীপ্রসাদ ক্ষমতার লোভে নানান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং নবাব আলিবর্দীকে ভুল বুঝিয়ে রামকান্ত-ভবানীকে বিতাড়িত করে রাজশাহীর শাসনভার গ্রহণ করেন। রাজ্যপাট হারিয়ে সস্ত্রীক রামকান্ত জগৎ শেঠের শরণাপন্ন হন। জগৎ শেঠ নবাব আলিবর্দী খাঁকে প্রকৃত অবস্থা অবগত করিয়ে আবার রামকান্ত ও ভবানীর হাতে রাজশাহী রাজ্যের শাসনভার ফিরিয়ে দেন।

জমিদারি ফিরে পেয়েই রানি ভবানীর পরামর্শে রাজা রামকান্ত দরিদ্র ও পীড়িত প্রজাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ১৭৪২-৫১ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা-বর্গি আক্রমণে তাঁদের আবার তখনকার বাসস্থান ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ের বড়নগর থেকে পালিয়ে নাটোরে চলে যেতে হয়। পরে অবশ্য আবার বড়নগর ফিরে আসেন তাঁরা। সাংসারিক জীবনে তাঁরা বিশেষ সুখী হননি। রানির দুটি সন্তান অকালে মারা যায়। একমাত্র কন্যা তারাসুন্দরী শোকসন্তপ্ত পরিবারে আনন্দ জাগিয়ে রেখেছিল। পুত্রশোক ভুলে তাঁরা নানা পুণ্যকাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। রানি কাশীতে ভবানীশ্বর শিবমন্দির স্থাপন করার পরই রাজা

মন্দিরশিল্প গবেষক, প্রাক্তন বিদ্যুৎকর্মী

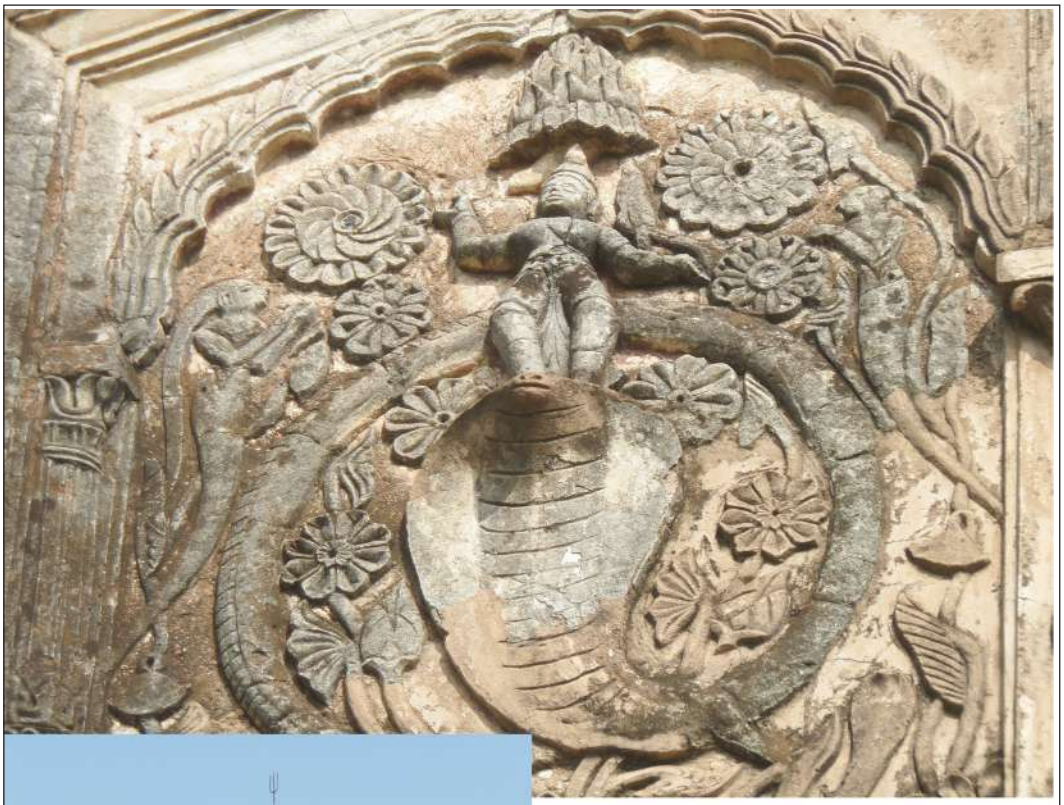

পঙ্খের কারুকার্যে কালীয়দমন,
ভবানীশ্বর মন্দির

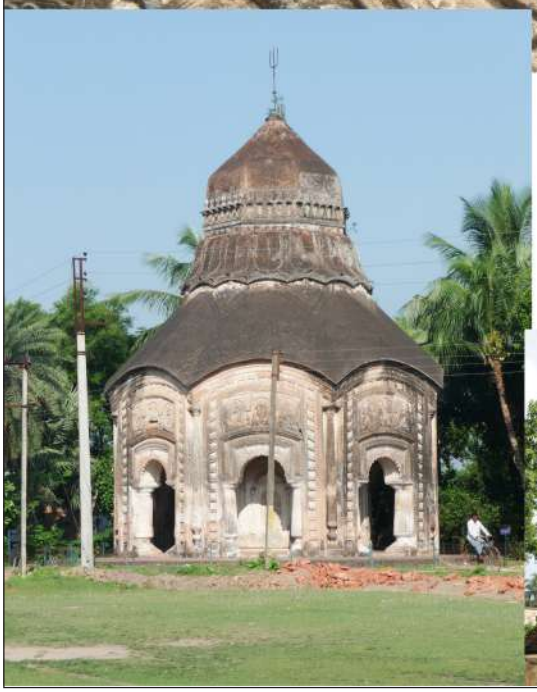

ভবানীশ্বর মন্দির, বড়নগর

চারবাংলা মন্দির (উত্তর), বড়নগর

রামকান্ত সহসা মৃত্যুবরণ করেন। তখন রানির বয়স মাত্র বত্রিশ। চারিদিকে রাষ্ট্রবিপ্লব, নবাব আলিবর্দী স্বয়ং বর্গিদমনে ক্লান্ত—এমন পরিস্থিতিতে প্রায় অর্ধবঙ্গ বিস্তৃত রাজশাহী রাজ্যের অধীশ্বরী হয়ে উঠলেন তিনি।

রানি ভবানী যখন রাজশাহী রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন তখন তার পূর্ণ গৌরবকাল। রানি যেমন সুকৌশলে রাজ্যশাসন করে গেছেন, তেমনই অগণিত ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করেছেন, সাধারণ মানুষের জন্য অসংখ্য রকমের দান ও সুব্যবস্থা করেছেন। তাই বহু জীবনীকার, ঐতিহাসিক ও লেখক তাঁকে অজস্র সাধুবাদ জানিয়ে গিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'The Rajas of Rajshahi', পূর্ণচন্দ্র মজুমদারের 'The Musnud of Murshidabad' ইত্যাদি গ্রন্থ।

পুত্রহীনা রানি স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র কন্যার বিবাহ দেন স্থানীয় জমিদার রঘুনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে। তাঁর ইচ্ছা ছিল জামাতার হাতে জমিদারি ন্যস্ত করে অবসরজীবন যাপন করবেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রঘুনাথেরও অকালমৃত্যু হলে রানি রাজশাহী জেলার আটগ্রামের রায় বংশের সন্তান রামকৃষ্ণকে দত্তক নেন। পরে অবশ্য তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য হলে রানি নিজেই শাসন পরিচালনা করেন। রামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনায় মনোযোগী হন। এটিই হয়তো নাটোর রাজবংশের পতনের কারণ।

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব কাশীতে বহু দেবদেবীর মন্দির ভেঙে মসজিদে পরিণত করেছিলেন। রানি ভবানী কাশী গিয়ে প্রচুর অর্থব্যয় করে হিন্দুদের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনেন। বহু মন্দির, রাজপথ, পান্থশালা, সেতু, জলাশয় নির্মাণ করে দেন। বিখ্যাত দুর্গাকুণ্ড ও কুরুক্ষেত্রতলা, 'রানী ভবানী ছত্র' তাঁরই কীর্তি। হাওড়া থেকে কাশীধাম পর্যন্ত তিনি রানি ভবানী রোড নির্মাণ করান। কাশীতে দুর্গাপূজার প্রবর্তনও তিনিই করেছিলেন। রানির স্থাপিত সত্রে বছরে দুবার দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হত—শরৎ ও বসন্তকালে। কাশী থেকে ফিরে এসে তিনি মুর্শিদাবাদের বড়নগরকে কাশীধাম তৈরি করতে উদ্যোগী হন। সেখানে রাজবাড়ি ছাড়াও তাঁর নির্মিত একশোটি শিব মন্দিরের মধ্যে চার-পাঁচটি আজও বিদ্যমান।

বড়নগরে প্রবেশ করলে প্রথমেই চোখে পড়ে পঞ্চানন শিবমন্দির ও চারবাংলা (চারটি দোচালা মন্দির) মন্দির। গর্ভগৃহে তিনটি করে শিবলিঙ্গ, অপূর্ব টেরাকোটা ও পঙ্খের অলংকরণে সজ্জিত। টেরাকোটা ফলকে রাম-রাবণের যুদ্ধ, বিষ্ণুর দশাবতার, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, কৃষ্ণলীলা, মকরবাহিনী গঙ্গা, পালকিতে শোভাযাত্রার মতো সামাজিক দৃশ্য মন্দিরের এক একটি ইটের উপরে রূপায়িত। কাশীর মতো এখানেও আছে ভবানীশ্বর মন্দির। অষ্টকোণাকৃতি ঘণ্টার মতো আচ্ছাদনযুক্ত ওলটানো পদ্মের আকৃতির চূড়া, চারদিকে পঙ্খের শিল্পকর্ম। মন্দিরের ভিতরে বিশালাকার শিবলিঙ্গ। কাছাকাছি রানির গুরুগৃহের মঠবাড়ির জোড়বাংলা গঙ্গেশ্বর মন্দির। এটি দোচালা রীতির উন্নততর রূপ—দুটি আয়তাকার দোচালা সমান্তরাল মন্দিরের সংমিশ্রণ। মন্দিরের সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথ। দুটি থামে অসাধারণ টেরাকোটা শিল্পকর্ম। এই বড়নগরেই রানির প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে দশভুজা সিংহবাহিনী রাজরাজেশ্বরীর মূর্তি আছে। ইনিই নাটোর রাজপরিবারের কুলদেবী। রানির আর একটি পুণ্যকীর্তি আটচালা রামনামেশ্বর মন্দির—এখন তার জীর্ণদশা। ভাগীরথীতীরে মনোরম পরিবেশে মন্দিরগুলি আজও রানি ভবানীর সময়কার ইতিহাসকে জীবন্ত করে দাঁড়িয়ে আছে।

রানি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও দীনের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। অনুমান, এই গঙ্গাতীরবর্তী বড়নগরেই ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ঊনআশি বছর বয়সে মাঘী পূর্ণিমার দিন রানি ভবানীর দেহাবসান হয়।